مطويات الجاليات ٢٩/٩

التوحيد ومعنى الشهادتين

তাওহীদ এবং কালিমা তাইয়িবার তাৎপর্য

(তাওহীদ এবং "আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন প্রকৃত উপাস্য নেই" ও "মুহাম্মাদ (সঃ) আল্লাহ্‌র রাসূল" এ সাক্ষ্যবাণীদ্বয়ের তাৎপর্য)

প্রণয়নেঃ বাংলা বিভাগ
আস-সুলাই ইসলামী দা'ওয়া সেন্টার

إعداد
قسم الجاليات بالمكتب

1404012 بنغالي

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالسلي

ص.ب/١٤١٩ الرياض/١١٤٣١ هاتف/٢٤١٠٦١٥ ناسوخ/٢٤١٤٤٨٨-٢٣٢
البريد الإلكتروني/ sulay@w.cn

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আমি আল্লাহর নামে শুরু করছি, যিনি মেহেরবান ও দয়ালু।

তাওহীদ

তাওহীদের শাব্দিক অর্থ হলোঃ 'একত্ব' এবং ইসলামের পরিভাষায় তাওহীদের অর্থ হলোঃ ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহকে এক বলে জানা, তিনি একক, তাঁর কোন অংশীদার নেই। আর এই তাওহীদ হ'ল, সমস্ত রাসূল আলাইহিমুসসালাতু ওয়াসসালামগণের ধর্ম। এই ধর্ম ছাড়া আল্লাহ অন্য কারো তৈরি করা ধর্ম গ্রহণ করবেন না এবং ইসলাম ব্যতীত কোন আমলই শুদ্ধ হবে না। কেননা তাওহীদ হ'ল সমস্ত আমলের ভিত, যার উপর নির্ভর করে আমলসমূহকে প্রতিষ্ঠা করা হয়। কাজেই যখন কোন আমলের ভিতর তাওহীদ পাওয়া যাবে না– তখন সে আমল দ্বারা কোন লাভও হবে না। যেহেতু কোন ইবাদত তাওহীদ ছাড়া শুদ্ধ হয় না সেহেতু ঐ আমল সব নষ্ট হয়ে যাবে।

তাওহীদের মূল বক্তব্যঃ তাওহীদের মূল বক্তব্য হলোঃ একমাত্র আল্লাহর ইবাদত ছাড়া আর সকলের ইবাদত হ'তে সম্পর্ক ছিন্ন করা এবং জান-প্রাণ দিয়ে একমাত্র আল্লাহর ইবাদতের দিকে অগ্রসর হওয়া। আর এটা জেনে রাখা উচিত যে– শুধু অন্তরে তাওহীদের দাবী করলে, আর মুখে শাহাদাতের কালিমা পড়লেই যথেষ্ট হবে না–যে, সে মুসলিম, যতক্ষণ না সে মুশরিকদের ধর্মীয় বিশ্বাস থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হবে। যেমনিভাবে মুশরিকরা গাইরুল্লাহর নিকট, মৃত ব্যক্তিদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে এবং তাদের মাধ্যমে তারা আল্লাহর নিকট সুপারিশ কামনা করে যে, তারা তাদের সকল প্রকার অসুবিধা দূর করে দিবে অথবা সেই অসুবিধাগুলিকে অন্য দিকে ফিরিয়ে দিবে।

তাওহীদের মর্মকথাঃ তাওহীদের মর্মকথা হলোঃ তাওহীদকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করা ও উহার নিগুঢ় রহস্য অবহিত হওয়া এবং উহার মর্মমূলে জাগ্রত জ্ঞান ও দৃঢ় আমল সহকারে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। গাইরুল্লাহর জন্যে কোন বান্দার মনের মনিকোঠায় কিছুই থাকবেনা। আর ঐ সমস্ত জিনিসের জন্য কোন ইচ্ছাও থাকবেনা, যা আল্লাহ্ তা'আলা হারাম করে দিয়েছেন। যেমন শিরক, বিদ'আত ও পাপসমূহ, চাই পাপ কাজসমূহ বড় হোক অথবা ছোট হোক। আর ঐ সমস্ত কাজ অপছন্দ না করা– যা আল্লাহ তা'আলা পালন করার নির্দেশ

দিয়েছেন। আর এটাই হলো প্রকৃতপক্ষে "তাওহীদ" এবং "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু" একথার মর্মবাণী।

'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' এর রুকনসমূহ

"আল্লাহ ছাড়া আর কোন প্রকৃত উপাস্য নেই" এই সাক্ষ্যবাণীর ২টি রুকন বা স্তম্ভঃ

১.প্রথম অংশে দুনিয়ার সমস্ত উপাস্যকে অস্বীকার করা হয়েছে।

২.দ্বিতীয় অংশে শুধু আল্লাহকে উপাস্য বলে স্বীকার করা হয়েছে।

অর্থাৎ "লা-ইলাহা" এ কথাটি একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া আর সমস্ত উপাস্যকে অস্বীকার করে এবং "ইল্লাল্লাহু" এ কথাটি একমাত্র সেই আল্লাহকেই উপাস্য হিসাবে স্বীকার করে, যিনি একক যার কোন অংশীদার নেই।

তাওহীদের প্রকারভেদ

তাওহীদ মোট ৩ ভাগে বিভক্ত

১. তাওহীদুর রুবূবীয়্যাহঃ তাওহীদুর রুবূবীয়্যাহ হলোঃ এ কথা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করা যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ ছাড়া মহাবিশ্বের আর কোন প্রতিপালক নেই, যিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের রুযীর ব্যবস্থা করেছেন। প্রথম যুগের মুশরিকরা এই তাওহীদে রুবূবীয়্যাতকে স্বীকার করত। তারা এ কথার সাক্ষ্য দিত যে, নিশ্চয় "আল্লাহ্ তা'আলা" তিনিই একমাত্র এ মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তা, বাদশাহ্, পরিচালক, জীবন দাতা ও মৃত্যু দাতা, তিনি একক, তাঁর কোন অংশীদার নেই। যেমন আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের সম্পর্কে বলেছেন,

﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾ (سورة العنكبوت: ٦١)

অর্থঃ "আর (হে রাসূল! (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম) আপনি যদি ঐ সমস্ত মুশরিকদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, কে নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল সৃষ্টি করেছেন? এবং কে চন্দ্র ও সূর্যকে কর্মে নিয়োজিত করেছেন? তবে তারা অবশ্যই বলবে "আল্লাহ্"। সুতরাং তারা এরপরেও আবার কোন দিকে ফিরে যাচ্ছে? (আনকাবূতঃ ৬১)

কিন্তু এ স্বীকারোক্তি এবং উপরোল্লিখিত সাক্ষ্য প্রদান তাদেরকে ইসলাম ধর্মে প্রবেশ করাতে পারে নাই এবং জাহান্নামের আগুন হতেও পরিত্রাণ দিতে পারে নাই, এমনকি তাদের জান ও

মালকেও হিফাযত করাতে সক্ষম হয় নাই। কেননা তারা তাওহীদে উলূহিয়্যাকে যথাযথভাবে মেনে নিতে পারে নাই, কারণ তাদের ইবাদতের কিছু অংশ গাইরুল্লাহর নামে উৎসর্গ করে তারা আল্লাহর সাথে অংশী স্থাপন করেছিল।

২. তাওহীদুল আসমা ওয়াস-সিফাতঃ "তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত" হলো; এ কথার উপর বিশ্বাস স্থাপন করা যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্র সত্তার সাথে এবং তাঁর গুণাবলীর সাথে অন্য কোন ব্যক্তিসত্তার ও কারো কোন গুণাবলীর কোনই তুলনা নেই। এ ছাড়া একচ্ছত্রভাবে পাক ও পবিত্র আল্লাহ্র জন্যে যে সমস্ত পূর্ণাঙ্গ গুণাবলী নির্ধারিত আছে– আল্লাহ্র নামগুলিই সেই গুণাবলীর উপর অকাট্যভাবে প্রমাণ বহন করে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন,

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ (سورةالشورى:١١)

অর্থঃ "তাঁর সাদৃশ্য কোন বস্তুই নাই। তিনি সব কিছু শুনেন ও সব কিছু দেখেন" (সূরা শূরাঃ ১১)।

এমনিভাবে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কুরআন মাজীদে নিজের পবিত্র সত্তার জন্য যে সমস্ত গুণ-বাচক নামের স্বীকৃতি প্রদান করেছেন, সেগুলিকে সমর্থন করা। এ ছাড়া রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম) আল্লাহর জন্য যে সমস্ত গুণ-বাচক নামের স্বীকৃতি প্রদান করেছেন; সেগুলিকেও সমর্থন করা। আর এ সমর্থন এমনভাবে করতে হবে– যেন ঐ সমস্ত গুণ-বাচক নাম আল্লাহর যথাযথ মহত্ত্ব, মর্যাদা ও শান-শওকতের উপযুক্ত প্রমাণ বহন করে। এখানে বিশেষ কোন গুণাবলীর তুলনা করা, সাদৃশ্য স্থাপন করা, আল্লাহর সুন্দরতম নাম ও গুণাবলী সমূহকে অস্বীকার করা বা ঐগুলিকে আল্লাহর পবিত্র সত্তা হ'তে পৃথকভাবে চিন্তা করা, এমনিভাবে আল্লাহর সুন্দরতম নাম ও গুণাবলী সমূহের অর্থের কোন প্রকার পরিবর্তন-পরিবর্ধন ও জটিল ব্যাখ্যা করা এবং মানুষের ধ্যান-ধারণা অনুযায়ী ঐ সমস্ত অর্থের প্রকার বা ধরণ নির্ধারণ করা–এ সমস্ত কাজের কোনটাই জায়েয নয়।

৩. তাওহীদুল উলূহীয়্যাহঃ তাওহীদুল উলূহীয়্যাহর অর্থ হলোঃ ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহকে এক বলে জানা। অর্থাৎ সকল প্রকার ইবাদত কেবল আল্লাহর জন্য করা, যা তিনি করার নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন দু'আ, ভয়, আশা-আকাঙ্খা, ভরসা,

আগ্রহ, সশ্রদ্ধ ভয়-ভীতি, বিনয়-নম্রতা, আশঙ্কা-ভয়, অনুশোচনা করে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন, সাহায্য প্রার্থনা, আশ্রয় প্রার্থনা, কুরবানী বা যবাই করা, নযর বা মানত করা, আল্লাহ তা'আলা এ ব্যতীত আরো যে সমস্ত ইবাদতের নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলার কথা এর দলীল।

﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾ (سورة الجن: ١٨)

অর্থঃ "এবং নিশ্চয় মসজিদসমূহ আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করার জন্য। অতএব তোমরা আল্লাহ তা'আলার সাথে আর কাউকে ডেকোনা" (সূরা জিনঃ ১৮)। কাজেই সমস্ত ইবাদত-বন্দেগীর মধ্য হতে মানুষ কোন প্রকারেই কোন ইবাদত পাক-পবিত্র আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত আর কারো জন্যে করবে না। না কোন নৈকট্যশীল ফেরেশতার জন্য, না কোন প্রেরীত নবীর জন্য, আর না কোন আল্লাহ তা'আলার মনোনীত নেককার বান্দার জন্য, এক কথায় আল্লাহর সৃষ্টজীবের মধ্য হ'তে কারো জন্যে নয়। কেননা কোন ইবাদতই একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কারো জন্যে করা জায়েয হবে না। কাজেই যে ব্যক্তি উল্লেখিত ইবাদতের মধ্য হতে কোন ইবাদত আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্যে করবে তাহ'লে সে আল্লাহর সাথে বড় ধরনের শিরক করবে, যার ফলে তার সমস্ত নেকআমল নষ্ট হয়ে যাবে।

'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু'এর শর্তসমূহ

উলামাগণ "কালিমাতুল এখলাছ" অর্থাৎ 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' এর ৭টি শর্ত নির্ধারণ করেছেন। কাজেই যতক্ষণ পর্যন্ত এই ৭টি শর্ত একত্রে পাওয়া না যাবে, অর্থাৎ কোন ব্যক্তি পূর্ণভাবে এই ৭টি শর্ত মেনে না নিবে এবং ঐ শর্তগুলির মধ্য হ' তে কোন বিষয়ে কোন প্রকার বিরোধীতা ছাড়াই ঐগুলিকে যথাযথভাবে আঁকড়ে ধরে না থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত ঐ ব্যক্তি কালিমা পড়ে কোন সার্থকতা লাভ করতে পারবে না।

কালিমার শর্তসমূহ

১. اَلْعِلْمُ অর্থঃ 'জ্ঞান' এর উদ্দেশ্য হলোঃ 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' এ কালিমায় যে সমস্ত জিনিষকে অস্বীকার করা হয়েছে আর যে সমস্ত জিনিষকে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে সেগুলি যথাযথভাবে অবগত হওয়া এবং কালিমার নাবোধক ও হ্যাঁবোধক অর্থ যে সমস্ত কাজকে আবশ্যকীয় করে দেয়, তা অবগত হওয়া।

"জ্ঞানের পরিপন্থী বিষয় হলো মূর্খতা" সেহেতু যে ব্যক্তি উপরোল্লিখিত বিষয়সমূহে কোন জ্ঞান রাখে না, সে ব্যক্তি ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহর একত্ববাদ স্বীকার করা যে ওয়াজিব (আবশ্যকীয়) এটা সে জানেনা, যার ফলে আল্লাহ্‌র সাথে গাইরুল্লাহ্‌র ইবাদত করাকে সে জায়েয মনে করে। আর এজন্যেই আল্লাহ্ তা'আলা প্রথমে জ্ঞানের আবশ্যকীয়তা উল্লেখ করে বলেছেনঃ

﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ (سورة محمد: ١٩)

অর্থঃ "হে রাসূল! (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম) আপনি জেনে রাখুন! একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কোন সত্যিকার উপাস্য নেই" (মুহাম্মাদঃ ১৯)। আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেছেন,

﴿إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ (سورة الزخرف: ٨٦)

অর্থঃ "যারা যথাযথভাবে এই সাক্ষ্য দিয়েছে যে, "আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন সত্যিকার উপাস্য নেই" তারাই মন-প্রাণ দিয়ে অবগত হয়েছে যে- তারা তাদের মুখ দিয়ে কোন সাক্ষ্যবাণী উচ্চারণ করেছে" (সূরা আয্ যুখরুফঃ ৮৬)।

২. اَلْيَقِيْنُ **অর্থঃ 'বিশ্বাস' এর উদ্দেশ্য হলোঃ** আন্তরিক প্রশান্তি নিয়ে দৃঢ় বিশ্বাস সহকারে "আল্লাহ্ ছাড়া সত্যিকার কোন উপাস্য নেই" এ সাক্ষ্যবাণী মুখে উচ্চারণ করা- যার ফলে কালিমা পাঠকারী মানবরূপী ও জিনরূপী শয়তান কর্তৃক প্ররোচিত হয়ে কোন সন্দেহ ও সংশয়ের গভীরকূপে নিমজ্জিত না হয়; বরং ঐ কালিমার চাহিদার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রেখে নিশ্চিতভাবে তা পাঠ করতে পারে।

৩. اَلْقَبُوْلُ অর্থঃ "গ্রহণ করা"।

"গ্রহণ করা" এর উদ্দেশ্য হলোঃ "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু" এই পবিত্র কালিমার চাহিদা মোতাবেক সমস্ত বিষয়কে মুখ দিয়ে স্বীকার করা এবং জান-প্রাণ দিয়ে উহা গ্রহণ করা। অতঃপর আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম) থেকে অতীত ও ভবিষ্যত সম্পর্কে যে সমস্ত খবর আমাদের নিকট এসেছে এবং যে সমস্ত আদেশ ও নিষেধ আমাদের উপর অর্পিত হয়েছে, ঐগুলিকে সত্য বলে জানা, যথাযথ বিশ্বাস স্থাপন করা এবং যথাযথভাবে গ্রহণ করা। আর ঐ সমস্ত বিষয়ের কোন কিছুকে প্রত্যাখ্যান করবেনা এবং অপব্যাখ্যা ও অর্থের পরিবর্তন

ও পরিবর্ধন ঘটিয়ে কুরআন ও হাদীসের অকাট্য প্রমাণের উপর অবিচার করবে না, যা আল্লাহ্ তা'আলা নিষেধ করেছেন।

এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا﴾ (سورة البقرة: ١٣٦)

অর্থঃ "তোমরা বল, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর উপর এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে আমাদের প্রতি"(সূরা বাকারাঃ ১৩৬)।

'গ্রহণের পরিপন্থী বিষয় হ'ল প্রত্যাখ্যান করা' কাজেই যে ব্যক্তি "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু" এর যথাযথ অর্থ অবগত হলো এবং উহার চাহিদা মোতাবেক সব কিছুকে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করল, কিন্তু অহংকার ও হিংসাবশত ঐ কালিমার চাহিদাসমূহকে প্রত্যাখ্যান করল, এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন,

﴿فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ﴾ (الأنعام:٣٣)

অর্থঃ "অতএব হে রাসূল! (ছাঃ) তারা (মক্কার ঐ কাফের ও মুশরিকরা) আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে না বরং জালিমরা আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করে" (আনআমঃ ৩৩)।

যে ব্যক্তি ইসলামী শরী'আতের কোন কোন নির্দেশাবলীর অথবা কোন নিয়ম-কানূনের প্রতিবাদ করে, ত্রুটি বর্ণনা করে, অথবা ঐগুলিকে মনে প্রাণে ঘৃণা করে, তাহ'লে সে ব্যক্তি "আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন সত্যিকার উপাস্য নেই" এ সাক্ষ্য বাণী মনে-প্রাণে গ্রহণ করল না বরং উহাকে প্রত্যাখ্যান করল বলে প্রমাণিত হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً﴾ (البقرة: ٢٠٨)

অর্থঃ "হে ঈমানদারগণ! তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামের ভিতর প্রবেশ কর" (বাকারাঃ ২০৮)।

৪. اَلْإِنْقِيَادُ الْمُنَافِيْ لِلشِّرْكِ অর্থঃ "আনুগত্য শিরকের পরিপন্থী" এর উদ্দেশ্য হ'ল "কালিমাতুল এখলাছ" (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু) যে সত্তার উপর প্রমাণ বহন করে, সে সত্তার যথাযথ আনুগত্য করা। আর একেই বলে সত্যিকার আত্মসমর্পণ করা, বিশ্বাস স্থাপন করা এবং আল্লাহর নির্দেশনাবলীর মধ্য হ'তে

কোন বিষয়ে ত্রুটি অনুসন্ধান না করা। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন,

﴿وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ﴾ (الزمر: ٥٤)

অর্থঃ "আর তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের দিকে ফিরে এসো, এবং তাঁর আদেশ পালন কর"(সূরা যুমারঃ ৫৪)।

৫. اَلصِّدْقُ অর্থঃ "সত্য বিশ্বাস"

"সত্য বিশ্বাসের উদ্দেশ্য হলোঃ মুসলিম সর্বদা আল্লাহর সাথে সত্য নিষ্ঠার পরিচয় দিবে। যেমন একজন মুসলিম তার ঈমান ও আকীদার (ধর্মীয় বিশ্বাস) ক্ষেত্রে সত্যপরায়ণ হবে। আর যখন একজন মুসলমান এই সত্য পরায়ণতা অর্জন করবে, তখন সে আল্লাহর কুরআনের এবং তাঁর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম)-এর সমস্ত আদেশ ও নিষেধের সত্যানুসারী হিসাবে পরিগণিত হবে। সত্য বিশ্বাসই হলো সমস্ত কথার ভিত্তি, কাজেই নিজের যে কোন দাবীতে সত্য নিষ্ঠার পরিচয় দেয়া, আল্লাহর আনুগত্যে শক্তি প্রয়োগ করা এবং আল্লাহ প্রদত্ত শরী'আতের নির্ধারিত নিয়ম-কানূন যথাযথভাবে মেনে চলা, এসবই সত্য বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اتَّقُوا اللهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصَّادِقِيْنَ﴾ (التوبة: ١١٩)

অর্থঃ "হে ঈমানদারগণ! তোমরা যথাযথভাবে আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সাথে থাক"(তাওবাঃ ১১৯)।

সত্যের পরিপন্থী বিষয় হ'ল মিথ্যাঃ অতএব যখন কোন মানুষ তার ধর্মীয় বিশ্বাসের ক্ষেত্রে মিথ্যাবাদী হিসাবে পরিগণিত হবে, তখন তাকে মু'মিন (ধর্ম বিশ্বাসী) বলা যাবে না; বরং তাকে মুনাফিক বা প্রতারণাকারী বলতে হবে– যদিও সে শাহাদাতের বাণী 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' মুখে উচ্চারণ করুক না কেন। তার এই সাক্ষ্য বাণী তাকে জাহান্নামের আগুন হ'তে মুক্তি দিতে পারবে না।

৬. اَلْإِخْلَاصُ এর আভিধানিক অর্থ হলোঃ নিখাদ, ভেজাল মুক্ত, নিষ্ঠা বা একাগ্রতা ইত্যাদি। আর পারিভাষিক অর্থ হলোঃ একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানের লক্ষ্যে কোন কিছু করা।

এখানে 'এখলাছের' উদ্দেশ্য হলোঃ শিরকের সকল নোংরামী ও দোষ-ক্রটি হ'তে মুক্ত হয়ে সৎ নিয়তের মাধ্যমে মানুষের আমলকে পবিত্র করা। যার ফলে একজন মুখলিছ (খাঁটি) মানুষের দ্বারা সম্পাদিত সমস্ত কথা ও কাজ একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে বা আল্লাহর সন্তুটি অর্জনের জন্যেই হবে। যার ভিতরে অন্য মানুষকে কিছু শোনানো বা কিছু দেখানোর প্রবণতা থাকবেনা, অথবা দুনিয়াবী কোন স্বার্থ উদ্ধারের উদ্দেশ্য ও অভিসন্ধি থাকবেনা। এছাড়া কোন ব্যক্তির, কোন সম্প্রদায়ের বা কোন দলের সন্তুষ্টি ও ভালবাসা অর্জনের জন্য বিশেষ কোন কাজে এমনভাবে তাড়িত বা অগ্রসর হবে না, যার ফলে আল্লাহর আনুগত্য ও হিদায়াতের পথ ছেড়ে দিয়ে ঐ সমস্ত ব্যক্তিদের আনুগত্য ও অনুসরণ করবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন,

﴿أَلَا لِلّٰهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ﴾ (الزمر: ٣)

অর্থঃ "জেনে রাখুন! নিষ্ঠাপূর্ণ ইবাদত হ'ল আল্লাহর জন্যে" (সূরা যুমারঃ ৩)। আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেছেন,

﴿وَمَا أُمِرُوْا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ﴾ (سورة البينة: ٥)

অর্থঃ "আহলে কিতাব (ইয়াহুদী ও খ্রিস্টান) দিগকে শুধুমাত্র এটাই নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে, তারা খাঁটি মনে একনিষ্ঠভাবে কেবল আল্লাহরই ইবাদত করবে" (বাইয়্যিনাহঃ ৫)।

"এখলাছের" পরিপন্থী বিষয় হলোঃ 'অংশী স্থাপন করা', 'লৌকিকতা প্রদর্শন করা' ও গাইরুল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা ইত্যাদি। কাজেই কোন বান্দাহ্ যদি তার ইবাদতের ক্ষেত্রে নিষ্ঠা বা একাগ্রতার ভিত্তি ও নীতি হারিয়ে ফেলে, তাহলে তার ঐ শাহাদাতের বাণী মুখে উচ্চারণ করায় কোনই ফল হবে না।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা কাফেরদেরকে লক্ষ্য করে বলেছেন,

﴿وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنْثُوْرًا﴾(الفرقان: ٢٣)

অর্থঃ "আমি তাদের কৃতকর্মের প্রতি মনোনিবেশ করব, অতঃপর সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলি-কণারূপে করে দেব" (সূরা ফুরকানঃ ২৩)। বান্দার ইবাদতের ভিতরে নিষ্ঠা বা একাগ্রতার ভিত্তি না থাকার কারণে তার যে ধরনেরই ইবাদত হোক না কেন, তার কোন উপকারে আসবে না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেছেনঃ

﴿إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيْمًا﴾ (النساء: ٤٨)

অর্থঃ "নিশ্চয় আল্লাহ্ ঐ ব্যক্তিকে ক্ষমা করবেন না, যে ব্যক্তি তাঁর সাথে অংশী স্থাপন করবে। তিনি ক্ষমা করবেন এর চেয়ে ছোট পাপ, যার জন্য তিনি ইচ্ছা করেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করল, সে (আল্লাহর উপর) বড় ধরনের অপবাদ আরোপ করল" (নিসাঃ ৪৮)।

৭. اَلْمَحَبَّةُ অর্থঃ "ভালবাসা"

এখানে ভালবাসার উদ্দেশ্য হলোঃ 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' এই শ্রেষ্ঠ (উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন) কালিমাকে মনে-প্রাণে ভালবাসা। এছাড়া এ কালিমা তার চাহিদা মোতাবেক যে সমস্ত অর্থের উপর প্রমাণ বহন করে তাকেও ভালবাসা। আর ঐ সমস্ত ভালবাসা হলো; আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম) কে মনে-প্রাণে ভালবাসা এবং দুনিয়ার সমস্ত ভালবাসার উপরে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম) -এর ভালবাসাকে অগ্রাধিকার দেয়া। এছাড়া ভালবাসার শর্ত ও উপাদানসমূহকে প্রতিষ্ঠা করা, যেমন আল্লাহ্ তা'আলাকে এমনভাবে ভালবাসা; যে ভালবাসার সাথে সংমিশ্রিত থাকবে আল্লাহর খ্যাতি ও মহত্ত্ব বর্ণনা করা, তাঁর প্রতি সম্মান ও ভক্তি প্রদর্শন করা, তাঁকে ভয় করা এবং তাঁর প্রতি দৃঢ় আশা ও ভরসা করা।

ভালবাসার নিদর্শনঃ এই ভালবাসার নিদর্শন হলোঃ আল্লাহ্ প্রদত্ব ইসলামী শরী'আতের পূর্ণভাবে আনুগত্য করা, আর সর্ব বিষয়ে আমাদের নাবী মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম)-এর পূর্ণ অনুসরণ করা। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন,

﴿قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ (آل عمران: ٣١)

অর্থঃ ("হে মুহাম্মাদ! (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম) ঈমানদারগণকে) আপনি বলে দিন যে, তোমরা যদি একমাত্র আল্লাহকে ভালবাসতে চাও, তাহ'লে তোমরা আমাকেই অনুসরণ কর, তাহ'লে আল্লাহ্ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের পাপগুলিকেও ক্ষমা করে দিবেন। আর আল্লাহ হ'লেন ক্ষমাকারী দয়ালু"(আলে ইমরানঃ ৩১)।

ভালবাসার পরিপন্থী বিষয়সমূহঃ "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু" এই কালিমাকে এবং এই কালিমা তার চাহিদা মোতাবেক যে সমস্ত বস্তুর উপর প্রমাণ বহণ করে সেই সমস্ত বস্তুকেও ঘৃণা করা। এমনিভাবে আল্লাহর সাথে গাইরুল্লাহর মুহাব্বত করা ঐ ভালবাসারই পরিপন্থী। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ﴾ (سورة محمد: ٩)

অর্থঃ "এটা এ জন্যে যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, ঐ সমস্ত কাফিররা তা পছন্দ করে না। কাজেই আল্লাহ্ তাদের আমলসমূহ নষ্ট করে দিবেন" (সূরা মুহাম্মাদঃ ৯)। এমনিভাবে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম)-এর প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করা, আল্লাহর শত্রুদের সাথে বন্ধুত্ব রাখা এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়নকারী আল্লাহর বন্ধুদের সাথে দুশমনি রাখা, এসবগুলিই ঐ ভালবাসাকে অস্বীকার করে।

'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' এর তাৎপর্য

"লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু" (আল্লাহ ছাড়া আর কোন সত্যিকার মা'বূদ নাই) এর সঠিক তাৎপর্য হলোঃ ভূমন্ডলে ও নভোমন্ডলে একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন সত্যিকারের উপাস্য বা মা'বূদ নেই, তিনি একক তাঁর কোন অংশীদার নেই। কেননা মিথ্যা ও ভন্ড মা'বূদের সংখ্যা অনেক বেশি, তবে সত্যিকারের মা'বূদ হলেন একমাত্র আল্লাহ্, তিনি 'একক'–যার কোন অংশীদার নেই। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾ (سورة الحج: ٦٢)

অর্থঃ "এটা এ কারণেও যে, আল্লাহই সত্য; আর তাঁর পরিবর্তে তারা যাকে ডাকে– তা অসত্য এবং আল্লাহই সবার উচ্চে মহান" (সূরা হজ্বঃ ৬২)।

"লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু"-এর অর্থ শুধু এটা নয় যে– আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন সৃষ্টিকর্তা নেই, যেমন বহু মূর্খ লোকেরা এই ধারণা করে থাকে। কেননা মক্কার কুরাইশ বংশের "কাফের" যাদের মাঝে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে পাঠানো হয়েছিল, তারা সকলেই একথা সহজে মেনে নিয়েছিল যে, একমাত্র আল্লাহই এ পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা ও পরিচালক। কিন্তু তারা সকলেই একথা অস্বীকার করেছিল যে– সমস্ত ইবাদত একমাত্র আল্লাহর জন্যেই প্রযোজ্য, যিনি একক যার কোন অংশীদার নেই। যেমন আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্পর্কে বলেছেন,

﴿أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ﴾ (سورة ص: ٥)

অর্থঃ "(মক্কার কাফেররা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে উদ্দেশ্য করে বলেছিল) সে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কি বহু উপাস্যের পরিবর্তে এক উপাস্যের

উপাসনা সাব্যস্ত করে দিয়েছে? নিশ্চয় এটা এক বিস্ময়কর ব্যাপার" (ছোয়াদঃ ৫)।

তবে মক্কার কুরাইশ বংশের কাফিররা প্রথম থেকেই একথা ভালো করেই জানত যে "আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই" এ কথার অন্তর্নিহিত দাবী হলো– একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া দুনিয়ায় আর সকলের ইবাদতকে বর্জন করা এবং ইবাদতের ক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহকেই এক বলে স্বীকার করা। কাজেই মক্কার কাফিররা যদি জেনে বুঝে এক দিকে ঐ কালিমাকে পাঠ করে তা মেনে নিতো, আর অপর দিকে (লা'ত, মানাত ও হুবল) এ সমস্ত মূর্তিপূজায় রত থাকত– তাহ'লে এটা তাদের অন্তরে বিরোধ সৃষ্টি করত। আর এই বিরোধকে তারা সর্বোতভাবে অস্বীকার করত। যার ফলে তারা "আল্লাহ ছাড়া আর কোন সত্যিকার উপাস্য নেই" এ কথা কোন রকমেই মেনে নিতে পারে নাই।

কিন্তু বর্তমান যুগের কবরপূজারীরা এই অনাচারী বিরোধকে অস্বীকার করে না। যার ফলে তারা একদিকে মুখে বলছে 'আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন সত্যিকার উপাস্য নেই' পরক্ষণেই তারা তাদের এই দাবীকে ভঙ্গ করে ফেলছে মৃত সৎব্যক্তিদের নিকট, আল্লাহর মনোনীত বান্দাদের নিকট প্রার্থনা করার কারণে এবং তাদের নৈকট্য লাভ করার জন্য তাদের কবরের পার্শ্বে যেয়ে বিভিন্ন প্রকার (শিরক ও বিদ'আতী) কাজ করার কারণে। মক্কার ঐ আবূ-জাহেল ও আবূ-লাহাব (যাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা ধ্বংস করেছেন) তারাও বর্তমান কবরপূজারীদের চেয়ে "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু" এ কালিমার অর্থ খুব ভালো করেই জানত।

'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' এ কালিমা পড়ার ফযীলতসমূহ

একনিষ্ঠভাবে "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু" এ কালিমা পড়ার বহু ফযীলত এবং বহু উপকারিতা আছে; কিন্তু এই সমস্ত ফযীলত ঐ ব্যক্তির জন্য কোন উপকারে আসবে না, যে ব্যক্তি শুধু এই কালিমা মুখে মুখে উচ্চারণ করবে। তবে যে ব্যক্তি এই কালিমা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে পাঠ করবে এবং এর চাহিদা মোতাবেক আমল করবে, সেই ব্যক্তি ঐ সমস্ত ফযীলত লাভ করতে সক্ষম হবে। এই কালিমা পাঠের সবচেয়ে বড় ফযীলত হ'ল– যে ব্যক্তি এই কালিমা পাঠের দ্বারা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করতে চায়, এর বিনিময়ে আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য জাহান্নামের

আগুনকে হারাম করে দিবেন। যেমন উতবান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক হাদীসে এসেছেঃ

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ يَبْتَغِيْ بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ (متفق عليه)

অর্থঃ নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম) বলেছেন, "যে ব্যক্তি "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু" এ কালিমা পড়ে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করতে চায়, নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা সেই ব্যক্তির জন্য জাহান্নামের আগুনকে হারাম করে দিবেন" (বুখারী ও মুসলিম)।

এমন বহু লোক আছে– যারা শুধু অন্যের অন্ধ অনুকরণ করে অথবা অভ্যাসগতভাবে মুখে এ কালিমা পড়ে। যার ফলে তাদের ঈমান তাদের অন্তরের প্রফুল্লতার সাথে সংমিশ্রিত হ'তে পারে না। আর খুব সম্ভব এ কারণেই তাদের মৃত্যুর সময় এবং তাদের কবরে তাদেরকে লাঞ্ছিত করা হবে বা শাস্তি দেয়া হবে। ঐ সমস্ত মানুষের বহু দৃষ্টান্ত হাদীসে এসেছে যেমনঃ

"سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُوْلُوْنَ شَيْئاً فَقُلْتُهُ"(أحمد وأبو داود)

অর্থঃ "আমি মানুষদেরকে এমন এমন বলতে শুনেছি, অতঃপর আমিও তা বলেছি"(আহমাদ ও আবু দাঊদ)।

'মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম) আল্লাহর রাসূল' এ সাক্ষ্যবাণীর তাৎপর্য

"নিশ্চয় মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম) আল্লাহর রাসূল" এ সাক্ষ্য বাণীর তাৎপর্য হলোঃ মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম) যে সমস্ত বিষয়ের নির্দেশ দিয়েছেন, সে সমস্ত বিষয়ে তাঁর অনুসরণ করা, তিনি যে সমস্ত বিষয়ের খবর দিয়েছেন– সেগুলিকে সত্য বলে বিশ্বাস করা। এ ছাড়া তিনি যে সমস্ত বিষয়ে নিষেধ করেছেন, ভয় প্রদর্শন করেছেন, সে সমস্ত বিষয় হ'তে দূরে সরে থাকা। এমনিভাবে যে সমস্ত বিষয়কে আল্লাহ্ তা'আলা ইসলামী শরী'আত হিসাবে নির্ধারণ করেছেন, শুধুমাত্র সেই সমস্ত বিষয়ে আল্লাহর ইবাদত করা। কাজেই "মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম) আল্লাহর রাসূল" এই সাক্ষ্য বাণীর যে কয়টি রুকন উপরে বর্ণিত হয়েছে– ঐ রুকনগুলি যথাযথভাবে প্রতিপালন করা বাস্তবায়ন করা প্রত্যেক মুসলিম-এর জন্য একান্ত কর্তব্য।

অতএব যে ব্যক্তি "মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম) আল্লাহর রাসূল" এ সাক্ষ্য বাণী শুধুমাত্র মুখে মুখে উচ্চারণ করল, অপর দিকে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম)-এর নির্দেশ বর্জন করল, তাঁর নিষিদ্ধ বিষয়ে লিপ্ত হলো এবং রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম) কে বাদ দিয়ে অন্যকে অনুসরণ করল। এ ছাড়া আল্লাহ্ তা'আলা যে সমস্ত বিষয়কে শরীয়ত হিসাবে নির্ধারণ করেন নাই, সে সমস্ত বিষয়ে আল্লাহর ইবাদত করল, তাহ'লে সে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম)-এর রিসালত সম্পর্কে পূর্ণ সাক্ষ্য প্রদানকারী ব্যক্তি হিসাবে গণ্য হবে না। এ প্রসঙ্গে নবী করীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম) বলেছেন,

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ أَطَاعَنِيْ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ وَمَنْ عَصَانِيْ فَقَدْ عَصَى اللهَ" (رواه البخاري)

অর্থঃ "যে ব্যক্তি আমার অনুসরণ করল– সে যেন আল্লাহর আনুগত্য করল, আর যে ব্যক্তি আমার নাফরমানী করল– সে অবশ্যই আল্লাহর নাফরমানী করল" (বুখারী)।

রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম) আরো বলেছেন,

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ" (متفق عليه)

অর্থঃ "যে ব্যক্তি আমার এই শরী'আতের ভিতর এমন কিছুর নতুন আবিস্কার করল, যা ঐ শরী'আতের অন্তর্ভুক্ত নয়; তাহ'লে তা পরিত্যাজ্য"(বুখারী ও মুসলিম)।

এমনিভাবে "মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম) আল্লাহর রাসূল" এই সাক্ষ্যবাণীর চাহিদা হলোঃ এই বিশ্বজগতের পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের ব্যাপারে, প্রতিপালন করার ব্যাপারে অথবা মানুষের পক্ষ থেকে ইবাদত পাওয়ার ব্যাপারে "নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম)-এর অধিকার আছে" এরূপ কোন ধারণা বা বিশ্বাস মোটেই করা যাবে না। তাহ'লে আল্লাহর সাথে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম)-কে অংশীস্থাপন করা হবে। বরং এটাই যথার্থ যে, মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম) আল্লাহর বান্দা– যার ইবাদত করা যাবে না, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম) তাঁকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা মোটেই ঠিক হবে না। এ ছাড়া তিনি একমাত্র আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত নিজের নফসের জন্যে এবং অন্যের জন্যে কোন প্রকার ভালো ও মন্দ করার ক্ষমতা রাখেন না।